কলকাতা হাইকোর্ট

(দেওয়ানী আবেদন বিচারক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১৬ সালের এস. এ. ৪০৬

২০১৬-এর ক্যান ১

২০১৮-এর ক্যান ২

২০২৩-এর ক্যান ৩

মিনতি ভদ্র ও অন্যান্যরা

বনাম

দিলীপ কুমার ভদ্র ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য		:শ্রী প্রান্তিক ঘোষ, আইনজীবী
		শ্রী সিদ্ধার্থ সরকার, আইনজীবী
		শ্রী হীরক রায়, আইনজীবী
		শ্রী প্রসাদ ভট্টাচার্য, আইনজীবী
উত্তরদাতাদের জন্য	:	শ্রী ঋত্বেন্দ্র ব্যানার্জি, আইনজীবী
		শ্রী প্রসুন মুখার্জি, আইনজীবী
		শ্রী কাঞ্চন রায়, আইনজীবী
শুনানী শেষ হয়েছে	:	৫ অক্টোবর, ২০২৩
রায়	**:**	**১৯শে অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :-</u>

১. এই আপিলের চ্যালেঞ্জ হল, ১৬ই মার্চ, ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত টাইটেল আপিল নং ১৪, ২০১৩-তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আপিল আদালত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খারিজের আদেশ বাতিল করে প্রাথমিক আকারে মামলাটি ডিক্রি করেছেন।

২. সুবিধার জন্য, পক্ষগুলিকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে তাদের নাম উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, নিজেকে ছবি রানী ভদ্র এবং অশ্বিনী ভদ্রের পুত্র হিসেবে চিত্রিত করে, বাদী বিভাজনের মামলা দায়ের করেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, যে, ছবি রানী ভদ্র মামলার সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন, যা ক্রয়ের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং ছবি রানী ১৫ই মার্চ, ১৯৮৪ তারিখে উইলবিহীনভাবে মারা যান এবং তিনি তার স্বামী অশ্বিনী এবং পুত্র দিলীপ কুমার ভদ্রকে রেখেছিলেন, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিটি অর্জন করেছিলেন।

৪. অশ্বিনী ভদ্র দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। মিনতি ভদ্র তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সেই বিবাহে তার দুটি সন্তান হয় - পায়েল @ মুনমুন ভদ্র, কন্যা এবং স্বাধীন কুমার ভদ্র, পুত্র স্বাধীন কুমার ভদ্র, বিবাদী নং ৩ এর জন্মের পর, বাদীর সৎ মায়ের তার প্রতি আচরণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়; তিনি অশ্বিনীকে বাদীর বিরুদ্ধে উসকানি দিতে শুরু করেন। ২০০৩ সালের ১২ মার্চ অশ্বিনী কুমার ভদ্র উইলবিহীনভাবে মারা যান এবং বাদী এবং বিবাদী নং ৩ এর পুত্র বিবাদী নং ২ তার একমাত্র কন্যা এবং বিবাদী নং ১ তার বিধবা স্ত্রী রেখে যান।

৫. ছবি রানী ভদ্রের মৃত্যুর পর বাদী মামলার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ অর্জন করেন এবং অশ্বিন কুমার ভদ্রের মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ১/৮ ভাগ অংশ অর্জন করেন। বিবাদীদের সাথে যৌথভাবে সম্পত্তি ভোগ করতে অসুবিধা হওয়ায় বাদী বিবাদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার জন্য যোগাযোগ করেন কিন্তু তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, কারণ বিবাদীরা মামলার সম্পত্তির উপর বাদীর অধিকার অস্বীকার করে। স্বীকার করা হয় যে অশ্বিন কুমার ভদ্র তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অর্জিত সম্পূর্ণ সম্পত্তি বিবাদী নং ১-এর পক্ষে বিক্রি করে হস্তান্তর করেন। তাই মামলাটি করা হচ্ছে।

৬. বিবাদীর যৌথ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার বিরোধিতা করেন - বাদীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অস্বীকার করে। আসামী পক্ষের নির্দিষ্ট মামলা হল যে ছবি রানী ভদ্র বাদীর জৈবিক মা ছিলেন না। বাদী অশ্বিনীর বড় ভাইয়ের ছেলে, তার পিতা অমূল্য কুমার ভদ্র এবং মাতা গৌরী রানী ভদ্র। ছবি রানী ভদ্র তার স্বামী অশ্বিনীর একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং ছবি রানী ভদ্রের মৃত্যুর পর, অশ্বিন বিবাদী নং ১ কে বিয়ে করেন যিনি বিবাদী নং ২ এবং ৩ এর জন্ম দেন।

৭. অশ্বিনী উইলবিহীন ভাবে মারা যান এবং জীবিত বিবাদী নং ১, ২ এবং ৩ কে তার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান। তার জীবদ্দশায় অশ্বিনী কুমার ভদ্র বিবাদী নং ১ এর পক্ষে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে মামলার সম্পত্তি বিক্রি এবং হস্তান্তর করেন এবং তিনি ক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বার্থ অর্জন করেন। রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা করে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

৮. বাদী ২০১৩ সালের ১৪ নম্বর আপিল মামলায় বিজ্ঞ বিচার আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করেন। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে এবং বাদীর ছবি রানী ভদ্র ও অশ্বিনীর পুত্র হিসেবে মর্যাদা স্বীকার করে সন্তুষ্ট হন। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত আরও বলেন যে মামলার সম্পত্তির উপর বাদীর অধিকার এবং অধিকার রয়েছে এবং তিনি তার অংশের ক্ষেত্রে বন্টনের জন্য ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। এর ফলে বিক্ষুব্ধ বিবাদীরা আপিলের পক্ষে রায় দেন।

৯. আপীলকারীর অভিশংসনের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী প্রান্তিক ঘোষ জমা দিয়েছেন যে বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত রেকর্ডে থাকা প্রমাণের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি শ্রী ঘোষ জমা দিয়েছেন যে বাদী দিলীপ কুমার ভদ্রা জৈবিক পুত্র ছিলেন না ছবি

রানী ভদ্রা এবং অশ্বিনী ভদ্রা। ছবি রানী ভদ্রের কোনও সন্তান ছিল না। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে কোনও নথির অভাবে দিলীপ কুমার ভদ্রের পিতৃত্ব প্রমাণ আইনের ৫০ ধারা থেকে লুমেন নিয়ে নির্ধারণ করা হবে যা বলেঃ -

> ৫০. সম্পর্ক সম্পর্কে মতামত, যখন প্রাসঙ্গিক হয়-যখন আদালতকে একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পর্কে মতামত তৈরি করতে হয়, তখন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত, এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে, বা যে কোনও ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য হিসাবে বা অন্যথায়, এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের উপায় রয়েছে, তা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ তবে শর্ত থাকে যে এই ধরনের মতামত ভারতীয় দ্বৈত আইন, ১৮৬৯ (১৮৬৯ এর ৪) এর অধীনে বা ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ এর ৪৫) ৪৯৪,৪৯৫,৪৯৭ বা ৪৯৮ ধারার অধীনে মামলা মোকদ্দমায় বিবাহ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হবে না।
>
> (ক) প্রশ্ন হল, 'ক' এবং 'খ' বিবাহিত ছিল কি না। তাদের বন্ধুরা সাধারণত তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করত এবং তাদের সাথে আচরণ করত, এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক।
>
> (খ) প্রশ্নটি হল, 'ক' ছিল 'খ'-এর বৈধ পুত্র কি না। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা 'ক'-কে সর্বদা এইভাবে বিবেচনা করা হত, এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। মন্তব্যগুলি তুচ্ছ প্রকৃতির সাক্ষীদের সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবে দ্বন্দ্ব, উপাদান নয় বিভাজনের মামলা; গৌহরি দাস বনাম শান্তিলতা সিং, এ. আই. আর ১৯৯৯ ওরি ৬১।

১০. শ্রী ঘোষ স্বীকার করেছেন যে মালতী সরকার, যিনি ছবি রানীর শ্যালিকা, তিনি ডি.ডব্লিউ. ২ হিসেবে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। তার স্বামী ছবি রানীর বড় ভাই ছিলেন এবং ডি.ডব্লিউ. ২ হিসেবে তিনি শপথ নিয়ে বলেছিলেন যে ছবি রানীর কোনও সমস্যা নেই। বাদীর সাথে তার সম্পর্ক অস্বীকার করে প্রমাণ পেশ করার কোনও কারণ মালতী সরকারের ছিল না। তিনি সত্য কথা বলেছেন এবং সত্য হল ছবি রানীর কোনও সমস্যা ছিল না।

১১. শ্রী ঘোষ আরও বলেন যে পি. ডব্লিউ. ২-কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করা হয়েছিল এবং তিনি জেরা পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। বাদী যেহেতু তিনি ছবি রানী ভদ্রের জৈবিক পুত্র ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই প্রথম আপিল আদালতের ডি. ডব্লিউ ২-এর সাক্ষ্য উপেক্ষা করে রায় দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না। প্রথম আপিল আদালত তথ্যভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা বিশেষত প্রদর্শনী-৭,৮ এবং ৯ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শ্রী ঘোষের মতে, পাবলিক রেকর্ডে এই এন্ট্রিগুলির ডি. ডব্লিউ. ২ দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের চেয়ে ভাল সম্ভাব্য মূল্য থাকতে পারে না।

১২. তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী ঘোষ দোল গোবিন্দ পরিচা বনাম নিমাই চরণ মিশ্রের রায়ে তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করেছেন এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৯১৪, মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> ৬. আমরা প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিবেচনা করব। সাক্ষ্য আইনে বলা হয়েছে যে "বিষয়গত তথ্য" শব্দটি এমন যেকোনো তথ্যকে বোঝায় এবং অন্তর্ভুক্ত করে যা থেকে নিজে থেকে বা অন্যান্য তথ্যের সাথে সম্পর্কিত হয়ে কোনও মামলা বা কার্যধারায় কোনও অধিকার, দায় বা অক্ষমতার অস্তিত্ব, অস্তিত্ব, প্রকৃতি বা ব্যাপ্তি দাবি করা বা অস্বীকার করা হয়; "প্রমাণ" বলতে বোঝায় এবং অন্তর্ভুক্ত করে (১) তদন্তাধীন তথ্য সম্পর্কিত সাক্ষীদের দ্বারা আদালত তার সামনে যে সমস্ত বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি দেয় বা প্রয়োজন হয়; এবং (২) আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত সমস্ত নথি। এটি আরও বলে যে একটি তথ্য অন্যটির সাথে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয় যখন একটি তথ্য অন্যটির সাথে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত যে কোনও একটি উপায়ে সংযুক্ত থাকে। সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে যে কোনও মামলা বা কার্যধারায় ইস্যুতে প্রতিটি তথ্যের অস্তিত্ব বা অস্তিত্ব এবং 'অন্যান্য তথ্যের অস্তিত্ব এবং অন্য কোনও তথ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যা প্রাসঙ্গিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অন্য কোনও তথ্যের নয়। সাক্ষ্য আইনের এই বিধানগুলির প্রেক্ষাপটে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে s. ৫০ যা অধ্যায় ১১-এ "তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা" শিরোনামে এসেছে, ধারা ৫০, যতদূর আমাদের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, তা এই পদগুলিতে রয়েছে:-

ধারা ৫০- যখন আদালতকে একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পর্কে মতামত তৈরি করতে হয়, তখন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত, এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে, যে কোনও ব্যক্তির, পরিবারের সদস্য হিসাবে বা অন্যথায়, সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে বিষয়, একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।"

ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৫০ ধারার একটি সরল পাঠে, এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি একটি নির্দিষ্ট তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কাজ করে। এটি কার্যকরভাবে বলে যে যখন আদালতকে এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পর্কে একটি মতামত তৈরি করতে হয় তখন সেই সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তির এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত একটি প্রাসঙ্গিক সত্য। বিভাগে সংযুক্ত দুটি চিত্র স্পষ্টভাবে এই ধারার প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাব প্রকাশ করে আমাদের কাছে মনে হয় যে এই ধারার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাগুলি হল-(১) সেখানে অবশ্যই এমন একটি মামলা থাকতে হবে যেখানে আদালতকে একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক সম্পর্কে মতামত তৈরি করতে হবে; (২) এই ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত একটি প্রাসঙ্গিক সত্য; (৩) তবে যে ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত প্রাসঙ্গিক, তাকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে, যার পরিবারের সদস্য হিসাবে বা অন্যথায় সম্পর্কের নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে; অন্য কথায়, ব্যক্তিকে অবশ্যই ধারার পরবর্তী অংশে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে হবে।যদি ব্যক্তিটি সেই শর্তটি পূরণ করে, তবে যা প্রাসঙ্গিক তা হল আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত তার মতামত। মতামত মানে গুজব বা গুজবের খুচরো বিক্রির চেয়ে আরও বেশি কিছু; এর অর্থ বিচার বা বিশ্বাস, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উপর কেউ যা ভাবেন তার ফলস্বরূপ একটি বিশ্বাস বা প্রত্যয়। এখন, "বিশ্বাস" বা প্রত্যয় আচরণ বা আচরণে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে যা বিশ্বাসের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে।বা মতামত। বিভাগটি যা বলে তা হল এই ধরনের আচরণ বা

গৃহীত মতামতের প্রমাণ হিসাবে বাহ্যিক আচরণ প্রাসঙ্গিক এবং তাই প্রমাণিত হতে পারে। আমরা মনে করি যে সাক্ষ্য আইনের ৫০ ধারার প্রকৃত সুযোগ এবং প্রভাব সঠিকভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিতে রাখা হয়েছে। চন্দু লাল আগরওয়াল বনাম খলিলার রহমান (১):-

"আচরণ দ্বারা প্রকাশিত মতামতই প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করা হয়। এভাবেই আচরণটি আসে। প্রমাণের প্রস্তাবিত বিষয় হল আচরণ, কিন্তু প্রমাণে যা গ্রহণযোগ্য তা হল 'মতামত', এই ধরনের আচরণ দ্বারা প্রকাশিত মতামত)। এইভাবে প্রমাণের প্রস্তাবিত বিষয় আদালতকে কেবল একটি মধ্যবর্তী সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়: এর তাৎক্ষণিক প্রভাব কেবল আদালতকে দেখতে প্রেরণা দেয় যে এই আচরণটি ব্যক্তির, যার আচরণ প্রমাণে রয়েছে, প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও মতামত প্রতিষ্ঠা করে কিনা। আদালতকে 'মতামত' অনুমান করতে সক্ষম করার জন্য, আচরণটি এমন একটি টেনারের হতে হবে যা 'মতামতের' অভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে বলে মনে করা যায় না।

যখন আচরণটি এমন একটি টেনারের হয়, তখন আদালত কেবল একটি প্রাসঙ্গিক প্রমাণ, অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির মতামত পায়। আদালতের এখনও এই ধরনের প্রমাণ বিবেচনা করা এবং প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্কের ফ্যাক্টাম প্রোব্যান্ডাম / প্রমানিত সম্পর্কে নিজস্ব মতামত নেওয়া বাকি আছে।" আমরা এটিও গ্রহণ করি। ধারা ৫০ কেবলমাত্র সাধারণ খ্যাতির প্রমাণ (আচরণ ছাড়া) সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে না এই দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করুন: লক্ষ্মী রেড্ডি বনাম ভেঙ্কট রেড্ডি (১)।

৭. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধারা ৫০-এর অর্থের মধ্যে থাকা ব্যক্তির মতামত প্রকাশ করে এমন আচরণ বা বাহ্যিক আচরণ কীভাবে প্রমাণিত হবে তা ধারাটিতে উল্লেখ করা হয়নি। ধারাটি কেবল বলে যে, এই ধরনের মতামত একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, যেখানে আদালতকে সেই সম্পর্ক সম্পর্কে একটি মতামত তৈরি করতে হয়। সাক্ষ্য আইনের ১১ নম্বর অংশের শিরোনাম "প্রমাণে"। এর তৃতীয় অধ্যায়ে এমন কিছু তথ্যের একটি ফ্যাসিকুল / গুচ্ছ রয়েছে যা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

তারপর চতুর্থ অধ্যায়ে মৌখিক প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর ৬০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে:-

ধারা ৬০- মৌখিক প্রমাণ, যাই হোক না কেন, অবশ্যই সরাসরি হতে হবে; অর্থাৎ

যদি এটি এমন কোনও সত্যকে বোঝায় যা দেখা যায়, তাহলে এটি অবশ্যই একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেছেন যে তিনি এটি দেখেছেন;

যদি এটি এমন কোনও সত্যকে বোঝায় যা শোনা যায়, তাহলে এটি অবশ্যই একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেছেন যে তিনি এটি শুনেছেন;

যদি এটি এমন কোনও সত্যকে বোঝায় যা অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে অথবা অন্য কোনও উপায়ে, তাহলে এটি অবশ্যই একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে হবে যিনি বলেছেন যে তিনি সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই পদ্ধতিতে এটি উপলব্ধি করেছেন;

যদি এটি কোনও মতামত বা সেই মতামতের ভিত্তিকে বোঝায় যার ভিত্তিতে সেই মতামতটি ধারণ করা হয়েছে, তাহলে এটি অবশ্যই সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য হতে হবে যিনি সেই ভিত্তিতে সেই মতামত রাখেন।"

যদি আমরা মনে রাখি যে ধারা ৫০-এর অধীনে প্রদত্ত প্রমাণটি উপরে বর্ণিত অর্থে আচরণ করে, তবে এই ধারণার কোনও অসুবিধা নেই যে এই ধরনের আচরণ বা বাহ্যিক আচরণ অবশ্যই ধারা ৬০-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হতে হবে; যদি আচরণটি এমন কোনও কিছুর সাথে সম্পর্কিত যা দেখা যায়, তবে এটি অবশ্যই সেই ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যিনি এটি দেখেছেন; যদি এটি এমন কিছু হয় যা শোনা যায়, তবে এটি অবশ্যই সেই ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যিনি এটি শুনেছেন; এবং আরও অনেক কিছু। আচরণ অবশ্যই সেই ব্যক্তির হতে হবে যিনি ধারা ৫০-এর প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করেন এবং এটি প্রমাণ সম্পর্কিত বিধানগুলিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হতে হবে।আমাদের কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ৬০-এর যে অংশটি প্রদান করে যে, যে ব্যক্তি মতামত ধারণ করে তাকে অবশ্যই তার মতামত প্রমাণ করার জন্য আহ্বান করতে হবে। এই অর্থে যে আচরণ দ্বারা প্রকাশিত মতামত কেবল সেই ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যার আচরণ মতামত প্রকাশ করে। আচরণ, একটি বাহ্যিক বোধগম্য সত্য হিসাবে, হয় সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যার মতামত ধারা ৫০-এর অধীনে প্রমাণ, অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যা এই ধরনের মতামত প্রকাশ করে এমন তথ্যের সাথে পরিচিত, এবং সাক্ষ্য অবশ্যই বাহ্যিক তথ্যের সাথে সম্পর্কিত যা গঠন করে

আচরণ এবং এই জাতীয় তথ্যের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা দেওয়া হয়, সাক্ষ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারা ৬০ এর অর্থের মধ্যে সরাসরি হয়। আমাদের মতে, এটি সাক্ষ্য আইনের ধারা ৫০ এবং ধারা ৬০ এর মধ্যে সত্যিকারের আন্তঃসম্পর্ক। রানী সম্রাজ্ঞী বনাম সুব্বারায়ণ (১) বিচারপতি হাচিনস, বলেছেনঃ-

"আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামতের প্রমাণটি মনে হয় যে সেই ব্যক্তিকে নিজের মতামত জানানোর জন্য ডাকা হবে না, তবে যখন সে মারা যায় বা তাকে ডাকা যায় না, তখন তার আচরণ অন্যরা প্রমাণ করতে পারে। এই বিভাগটি আমাদের কাছে একটি সম্পর্ক প্রমাণ করার ব্যতিক্রমী উপায় বলে মনে হয়, তবে কোনওভাবেই কোনও ব্যক্তিকে বলতে বাধা দেয় না।এমন একটি সত্য যা সম্পর্কে তার জ্ঞানের বিশেষ উপায় রয়েছে।

যদিও আমরা একমত যে ধারা ৫০ একটি সম্পর্ক প্রমাণ করার একটি ব্যতিক্রমী উপায় প্রদান করে এবং কোনওভাবেই কোনও ব্যক্তিকে তার বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে এমন একটি সত্য উল্লেখ করতে বাধা দেয় না, আমরা হাচিনস, জে-এর সাথে একমত নই, যখন তিনি বলেন যে এই বিভাগটি বোঝায় যে যার মতামত প্রাসঙ্গিক সত্য, তাকে তার আচরণ দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে তার নিজস্ব মতামত জানাতে বলা যাবে না এবং তার আচরণ কেবল তখনই অন্যরা প্রমাণ করতে পারে যখন সে মারা যায় বা তাকে ডাকা যায় না। আমরা মনে করুন যে ধারা ৫০ এ জাতীয় কোনও সীমাবদ্ধতা রাখে।

১৩. এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে উত্তরদাতার বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ঋত্বেন্দ্র ব্যানার্জি বলেন যে, প্রথম আপিল আদালত সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল; বরং প্রথম আপিল আদালতের কাছে বিদ্বান ট্রায়াল কোর্টের রায়কে বিপরীত করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না কারণ ১ নম্বর আসামী তার মৌখিক সাক্ষ্যে ডি. ডব্লিউ. ১ হিসাবে স্বীকার করেছে। শ্রীমতি মিনাতি ভদ্রা জেরা করার সময় বলেছিলেন যে, "দিলীপ অশ্বিনীর সাথে আমার বিয়ের সময় তার বাবা অশ্বিনীর সাথে থাকতেন না" মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছিল

তিনি ১৯৭৬ সালের জন্য তাঁর প্রবেশপত্র দাখিল করেছেন, মামলা দায়েরের ২৭ বছর আগে, প্রদর্শনী-৭,৮,৮/১ এবং ৮/২ অশ্বিনীর সাথে দিলীপের সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। প্রদর্শনী-১১, প্রদর্শনী-১২ এবং প্রদর্শনী-১৩ হিসাবে স্বীকৃত বিভিন্ন নথিতে, যা অমূল্যের জীবদ্দশায় অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তা দিলীপ এবং অশ্বিনীর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট। শ্রী ব্যানার্জি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে বিবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত শিরোনাম দলিলটি ২১ আগস্ট, ২০০২-এ কার্যকর করা হয়েছিল এবং ২৬ আগস্ট, ২০০২-এ নিবন্ধিত হয়েছিল দলিলের আবৃত্তিতে বলা হয়েছে যে, অশ্বিনী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু ১ কোটি টাকা বিবেচনা করে। মানুষের সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে। স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার অভিপ্রায় থাকা একজন বৃদ্ধ, তাঁর অনুপস্থিতিতে, বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করার পরিবর্তে উপহারের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করতেন।

১৪. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আদালতকে এই ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত দিতে হবে।

১৫. ডি.ডব্লিউ. ২-এর মৌখিক সাক্ষ্য এমন কোনও আচরণের ইঙ্গিত দেয় না, যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে দিলীপ অশ্বিনীর জৈবিক পুত্র ছিলেন না। জেরা-পরীক্ষার সময় তিনি দিলীপের পিতার নাম মনে করতে পারেননি। জেরা-পরীক্ষা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ডি.ডব্লিউ. ২ দিলীপের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার দাবি করেছেন। ডি.ডব্লিউ. ২ নিজেকে ছবি রানীর শ্যালিকা বলে দাবি করছেন এবং যদি ছবি রানী ভদ্র বাদীর মা হন, তাহলে ডি.ডব্লিউ. ২-এর কাকি হিসেবে বাদী দিলীপ ভদ্রের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যথেষ্ট কারণ ছিল।

১৬. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি সমস্ত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে। ধারা ৩৫ এবং ধারা ৫০ উভয়ই সেই অধ্যায়ের অধীনে আসে।

যদিও সাক্ষ্য আইনের ৩৫ নং ধারায় পাবলিক রেকর্ডের প্রাসঙ্গিকতা বা কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তৈরি একটি বৈদ্যুতিন রেকর্ডের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবে ধারা ৫০ হল সম্পর্কের বিষয়ে মতামতের প্রাসঙ্গিকতা।

ধারা ৩৫-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য নথি এবং ধারা ৫০-এর অধীনে মৌখিক প্রমাণের মধ্যে যুক্তি থাকলে কী হবে ?

১৭. ডি.ডব্লিউ. ২, মালতী সরকার, নিজেকে ছবি রাণী ভদ্রের শ্যালিকা বলে দাবি করে বলেন যে তার কোনও সন্তান নেই। অশ্বিনীর প্রথম স্ত্রী ১৯৮৪ সালের ১৫ মার্চ মারা যান। প্রদর্শনী- ৭, ৮, ৮/১ এবং ৯ হল মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রবেশপত্র, মার্কশিট যেখানে অশ্বিনীকে বাদী দিলীপ ভদ্রের বাবা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি ডি.ডব্লিউ. ১ মিনতি ভদ্রও জেরা করার সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছেন:-

"১৯৮৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে অশ্বিনী ভদ্রের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অশ্বিনী ভদ্রের সাথে আমার বিবাহের সময় দিলীপ ভদ্র তার বাবা অশ্বিনী ভদ্রের সাথে থাকতেন না।"

১৮. একদিকে ডি.ডব্লিউ. ২ মালতী সরকার, কোনও আচরণের অভিযোগ না করেই, মতামত দিয়েছেন যে বাদী দিলীপ অশ্বিনীর ছেলে নন, অন্যদিকে, প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃত নথি রয়েছে যেমন প্রদর্শনী-৭, ৮, ৮/১ এবং ৯ ইঙ্গিত দেয় যে অশ্বিনই বাদীর বাবা। এই বাস্তব পটভূমিতে, ডি.ডব্লিউ. ১ মালতী ভদ্রের স্বীকারোক্তি, দিলীপ যখন তার বাবা অশ্বিনীর সাথে থাকতেন না, তখন তিনি তার বিয়ে করেছিলেন, যা বাদীর মামলায় একটি অতিরিক্ত ধার দেয় এবং ভারসাম্য তার পক্ষে ঝুঁকে পড়ে।

১৯. বাবলু পাসি বনাম ঝাড়খন্ড রাজ্য মামলায় (২০০৮) ১৩ এস. সি. সি ১৩৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ-

"২৮. ধারা ৩৫-এর অধীনে কোনও নথিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথাঃ (i) যে নথিটি অবশ্যই কোনও সরকারি বা অন্য কোনও সরকারি বই, রেজিস্টার বা রেকর্ডে থাকতে হবে; (ii) এটি অবশ্যই ইস্যুতে কোনও তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করে একটি এন্ট্রি হতে হবে এবং (এটি) কোনও সরকারি কর্মচারীকে অবশ্যই তার সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য বা বিশেষভাবে আইন দ্বারা নির্দেশিত তার দায়িত্ব পালনের জন্য এটি করতে হবে স্কুল রেজিস্টারে জন্ম তারিখ সম্পর্কিত একটি এন্ট্রি আইনের ৩৫ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য তবে স্কুল রেজিস্টারে কোনও ব্যক্তির বয়স সম্পর্কিত এন্ট্রি ব্যক্তির বয়স প্রমাণ করার জন্য খুব বেশি প্রমাণমূলক মূল্যের নয় যার অনুপস্থিতিতে বয়স রেকর্ড করা হয়েছিল। (দেখুনঃ বিরাদ মল সিংভি বনাম আনন্দ পুরোহিত [১৯৬৮৮ এসসিসি ৬০৪/])

২০. কারওয়া বনাম হিউসেনসাব খানসাহিব ওয়াজন্তরি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (২০০২) ১০ এস. সি. সি.-তে রায় দিয়েছেঃ-

"৩. শিক্ষিত কৌঁসুলি তখন অনুরোধ করেন যে, রাজস্ব নথিতে কোনও প্রবেশের সঠিকতার অনুমান একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান। আবেদনকারী তাঁর লিখিত বিবৃতিতে এই অনুমান প্রত্যাখ্যান করেন যে, ১৯৭২ সালে সম্পাদিত বিক্রয়ের চুক্তির ভিত্তিতে ১ নং উত্তরদাতা জমিটি দখল করেছিলেন এবং তাই, রাজস্ব নথিতে লেখা যে ১৯৭৩ সালে উত্তরদাতা জমির ভাড়াটিয়া ছিলেন তা ভুল। আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা বর্ণিত আইনি অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করি না, তবে রাজস্ব নথিতে প্রবেশের সঠিকতার অনুমান লিখিত বিবৃতিতে একটি বিবৃতি দ্বারা অস্বীকার করা যায় না লিখিত বিবৃতিতে কেবল সত্যের বিবৃতি -এ কোনও এন্ট্রির সঠিকতার অনুমানের প্রত্যাখ্যান নয় রাজস্ব রেকর্ড। উত্তরদাতাকে -এ ভাড়াটিয়া হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের রাজস্ব রেকর্ড এবং আইনের অধীনে অনুমান করা হয় যে এন্ট্রিটি সঠিক। প্রধান প্রমাণের মাধ্যমে অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করা আপিলকারীর দায়িত্ব ছিল। আপিলকারী রাজস্ব রেকর্ডে এন্ট্রিটি ভুল দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের নেতৃত্ব দেননি। অতএব, আমরা কোনও খুঁজে পাই না বিতর্কে যোগ্যতা ।"

২১. মাননীয় শীর্ষ আদালত মহম্মদ সেলিম বনাম শামসুদ্দিন -এ রিপোর্ট করেছেন (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ১৩০ আদেশ হয়েছেঃ-

"৭. বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী গুরু কৃষ্ণকুমার, আমাদের রেকর্ডে থাকা তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বলেন যে, মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্টের কোনও যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা ছিল না, কারণ বাদী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তার কথিত পিতা মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৯৪৭ সালে মারা গেছেন। অতএব, বাদীকে মোহাম্মদ ইলিয়াসের পুত্র হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু ভালিয়াম্মা ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ছিলেন, তাই মোহাম্মদ ইলিয়াসের সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার থাকবে না এবং ফলস্বরূপ বাদী মোহাম্মদ ইলিয়াসের সম্পত্তিতে কোনও অংশ পাবেন না।

৯. এটিও বিতর্কের বিষয় নয় যে বাদী নং ৮, সাইদাত হলেন মহম্মদ ইলিয়াসের বিধবা (প্রথম স্ত্রী)। তিনি তাঁর লিখিত বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে মহম্মদ ইলিয়াস বাদী নং ৯, ভালিয়াম্মা-কে বিয়ে করেছিলেন এবং উক্ত বিবাহের বাইরে বাদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রদর্শক এ. এস হ 'ল বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বাদীর জন্ম নিবন্ধের উদ্‌ধৃতাংশ, যা ইঙ্গিত করে যে বাদী হলেন মহম্মদ ইলিয়াস এবং ভালিয়াম্মার পুত্র। এটি একটি সর্বজনীন নথি কোনও সরকারী বা অন্যান্য সরকারী বই, রেজিস্টার বা রেকর্ডে একটি এন্ট্রি, যা ইস্যু বা প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করে এবং কোনও সরকারী কর্মচারী তার সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য বা আইন দ্বারা বিশেষভাবে আদেশিত দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছে রেজিস্টার বা রেকর্ড রাখা হয়, ধারা অনুসারে এটি নিজেই একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৩৫ নং ধারা। একটি প্রকাশ্য নথি হিসাবে প্রদর্শিত হওয়া হাতে থাকা বিরোধের সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক। উপরন্তু, অভিযোগে একটি নির্দিষ্ট আবেদন পাওয়া গেছে যে মহম্মদ ইলিয়াস এবং ভালিয়াম্মা তিরুবনন্তপুরমের পূজাপুরা ওয়ার্ডের হাউস নং টি.সি.১৩-এ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একসাথে বসবাস করছিলেন, যা লিখিত -এ অস্বীকার করা হয়নি আসামীদের বিবৃতি।

১০.উপরে উল্লিখিত প্রতি প্রদর্শনী হিসাবে, বাদী ০১.০৭.১১২৪ এম. ই.-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১২.০২.১৯৪৯) এবং এটি গুরুতরভাবে বিতর্কিত হয়নি। স্বীকারযোগ্য যে, মহম্মদ ইলিয়াস ১০.০৯.১১২৪ এম. ই-তে মারা গিয়েছিলেন। উল্লিখিত তারিখটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ২২.০৪.১৯৪৯-এর সাথে মিলে যায়, যা সরকারী পঞ্জিকা থেকে দেখা যায়, যা বিতর্কিত হতে পারে না কারণ এটি ত্রিবান্দ্রম পাবলিক লাইব্রেরি (কেরালা সরকার) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি পাবলিক রেকর্ড। সুতরাং, এটি উপসংহারে আসা যায় যে বাদীর মৃত্যুর দুই মাস আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মোহাম্মদ ইলিয়াস।

১১. এই পরিস্থিতিতে, আমাদের বিবেচনাধীন মতামত অনুসারে, সম্ভাব্যতার প্রাধান্যের ভিত্তিতে, বিচারিক আদালত এবং হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ন্যায্য ছিল যে, ভালিয়াম্মা ছিলেন মোহাম্মদ ইলিয়াসের আইনত বিবাহিত স্ত্রী এবং বাদী ছিলেন উক্ত বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান।

(২০০৯) ১৫ এস. সি. সি ১৮৪-তে রিপোর্ট করা এম. ইয়োগেন্দ্রা বনাম লীলাম্মা এন-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

> "২০. আদালতের সামনে বিভিন্ন আকারে সাক্ষ্য পেশ করা যেতে পারে। তথ্য প্রমাণ তাদের মধ্যে একটি হতে পারে। তবে বৈধ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কি না সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, আদালত তার পরিস্থিতি বিবেচনা করার অধিকারী হবে। এমন একটি মামলা থাকতে পারে যেখানে বিবাহের সাক্ষী উপলব্ধ নয়। সেখানে এমন একটি মামলাও হতে পারে যেখানে প্রমাণ করার জন্য তথ্যভিত্তিক প্রমাণ

বিবাহ উপলব্ধ নয়। এটি পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে, সেই ব্যক্তিদের তথ্য যাদের পক্ষগুলির আচরণ দেখার সুযোগ ছিল তারা সম্ভবত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ গঠন করে এমন তথ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে।

২১. এই অর্থে সাক্ষ্য আইনের এস. ও ধারাটি এই আইনের অন্যান্য ধারাগুলির ব্যতিক্রম। একবার মনে করা হয়েছিল যে, নীলাম্মা ও কমলম্মার প্রমাণ কেবল এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছিল না যে, তাঁরা দোদনঞ্জুন্ডাইয়া ও যশোদম্মার আচরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। যতদূর পর্যন্ত তাঁদের অবস্থানের কথা বলা যায়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মাথায় না রেখে যশোদম্মার দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন নথির সাক্ষীও ছিলেন। আমাদের মতে এই বিষয়ে প্রমাণগুলি গ্রহণযোগ্য।

২২. বিচারে অভিজ্ঞ বিচারক অনেক নথি লক্ষ্য করেছেন এবং তার উপর নির্ভর করেছেন। শ্রী চন্দ্রশেখর আমাদের সামনে যুক্তি দেননি যে, সেই নথিগুলি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। নথি নিবন্ধিত হওয়ার ফলে কিছু নথি তাদের সঠিকতার অনুমানের উপর নির্ভর করবে। বিদ্যালয়ের রেকর্ডগুলি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৩৫ ধারার শর্তাবলী। "

২৩. যখন তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় তখন ডি. ডব্লিউ. ২-এর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদর্শনী-৭,৮,৮/১ এবং ৯।

২৪. অতএব, আমার মতে, ডি.ডব্লিউ. ২-এর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদর্শনী-৭, ৮ এবং ৯-এর সাক্ষ্যমূল্যকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয়, যা 'অশ্বিনী এবং দিলীপের মধ্যে পিতা-পুত্র হিসেবে সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।' অতএব, আমি 'রায়' -এর বিরোধিতায় হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আপিলটি কোনও বিবেচনার যোগ্য নয় এবং তবে কোনও খরচ ছাড়াই খারিজ করা হয়েছে। মুলতুবি থাকা আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

২৫. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হোক।

২৬. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal